"অলৌকিক জ্ঞানের আকর্ষণ"

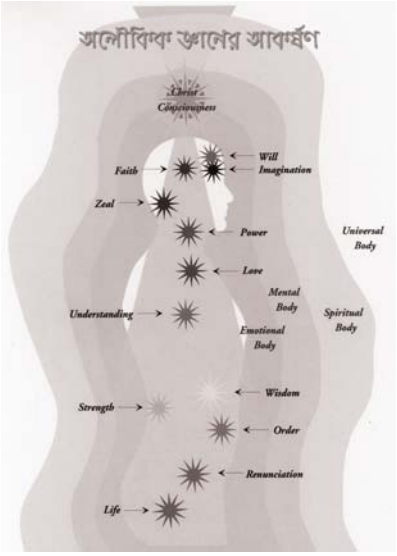

ব্যাখ্যা:

জ্ঞান- সঠিকভাবে জানা, বোধ, পান্ডিত্ব, পরমতত্ত্ব ইত্যাদি ।

অলৌকিক- যাহা লোকালয়ে পাওয়া যায় না ।

অলৌকিক জ্ঞান- যে জ্ঞান বা পরমতত্ত্ব লোকালয়ে পাওয়া যায় না ।

অর্থাৎ, পারমার্থিক জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, বিধাতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, পরম সত্য জ্ঞান, শ্রেষ্ট সত্য জ্ঞান ইত্যাদি ।

তাহলে, "অলৌকিক জ্ঞানের আকর্ষণ" হলো-

সেই পারমার্থিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বিধাতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমসত্য জ্ঞান, শ্রেষ্ট সত্যজ্ঞান যার গুণের দ্বারা অন্য কারো মন প্রলুব্ধ হয় ।

[একজন সদ্‌গুরুর নিকট সঙ্গ করতঃ সদ্‌গুরুর ন্যায় কর্মাচরণ করে এ মহাজ্ঞান অর্জন করতে হয় ।]*

অতএব, উক্ত শিরোনামে যা কিছু লিখা আছে, তা একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের দ্বারাই সম্ভব । তিনি তার ভক্তদের আত্মাকে নিজের আত্মার সাথে নিজগুণে আকর্ষণ বা প্রলুব্ধ করে নেন বা টানিয়া নেন । সুতরাং, যারা নিজের আত্মার ভুল সংশোধনের ইচ্ছা করে তারাই উক্ত মহাপুরুষদের অলৌকিক জ্ঞান দ্বারা

বা পরম সত্য জ্ঞান দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং তাদের সংস্পর্শে এসে উক্ত মহাজ্ঞান লাভ করতঃ আত্মার মুক্তির পথ বা বিধান পায়।

মহাগুরু রমিজ তাই তার বিধানগুলো বিভিন্ন শিরোনামে আপ্তবাক্য ও সিদ্ধবাক্যর ছন্দের মাধ্যমে ভক্তদের হিতার্থে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

এ সমস্ত বাক্যের অন্তর্গত আদেশ উপদেশ বা বিধানগুলো নিজ কর্মক্ষেত্রে ও জীবনাচরণে কার্যকর করে ভক্তগণ আত্মার ভুল সংশোধন করতে পারেন। এ পর্বের বিধানগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

১। প্রতিবেশীর প্রতি কর ভাল ব্যবহার,
বিপদে সম্পদে তাদের করিও উদ্ধার।

ব্যাখ্যা: মহাগুরু রমিজ প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের সময় বা যে কোন প্রকার বিপদের সময় তাদের সহায্য সহযোগিতা করার আদেশ দিচ্ছেন।

তবে প্রশ্ন হলো প্রতিবেশী কারা ? আমরা সাধারণত আমাদের পার্শ্ববর্তী যারা বসবাস করেন তাদেরকেই প্রতিবেশী বলি। কিন্তু সর্বজীবের আত্ততাভুক্ত মানব ছাড়া আরও অনেক জীব আমাদের অতি নিকটে অহরহ বসবাস করছে। যেমন- পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাটির নিচে, পানিতে, বায়ুমন্ডলে এমনকি আমাদের বিছানার নীচেও ছাড়পোকা, তেলাপোকা ইত্যাদি অনেক জীব বিচরণ করছে। ইহারা সবাই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী।

মহাগুরু রমিজের ভাষায় মানবসহ উক্ত সকল প্রতিবেশী জীবজন্তুকে তাদের বিপদে সম্পদে আমাদের সাধ্যমতে সাহায্য, সহায়তা ও রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তদুপরি প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার বা মার্জিত আচরণ করার আদেশও দেয়া হয়েছে।

২। নিজে বুঝ নিজে কর এই তোমার কর্ম,
বাদ-বিসম্বাদ কেন বুঝনা যার মর্ম।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে আদেশ ও উপদেশ দিচ্ছেন যে, কোন আত্মকর্ম বা সাধনা করতে হলে তার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কর্ম-ধর্ম পালন করার বিষয়েও সঠিক জ্ঞান লাভ করতঃ কর্ম-ধর্মের জীবনাচরণ করতে হবে। নতুবা বাস্তব জগতে অপরের সাথে তর্কাতর্কি, ঝগড়া-বিবাদ, আত্মকলহ ইত্যাদি সৃষ্টি হবে।

আমাদের দেশে বা সমাজে প্রায়ই দেখা যায় যে, শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারেফত ইত্যাদি নিয়ে সম্যক জ্ঞানের অভাবে মানুষে-মানুষে বিরাট তর্কা-তর্কি, বাক-বিতন্ডা ইত্যাদিতে মানুষ অযথা জড়িত হয়ে যায়। এতে নষ্ট হয়ে যায় মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সৃষ্টি হয়ে যায় মানুষে মানুষে বিরাট বিভেদের প্রাচীর।

তাই গুরু রমিজ বলেছেন আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ বাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়া-কলহ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতঃ নিজের কর্ম নিজে করতে হবে- ইহাই রমিজের আদেশ ও উপদেশ।

উক্ত সিদ্ধবাক্যে ইহাও বুঝা যায় যে, যার যার ধর্মীয় পুস্তকের মর্ম উপলব্ধি করত সম্যক জ্ঞানার্জন করে ধর্ম-কর্ম করলে কোন প্রকার কলহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না এবং সর্বত্র শান্তি বজায় থাকবে।

৩। বুঝ না যাহার কর্ম না কর পালন,
হেন উপদেশ কিন্তু না দিও কখন।

ব্যাখ্যা: সমাজে এমন কোন কোন লোক পাওয়া যায় যারা আত্মজগত বা আধ্যাত্মিক জগতের মর্ম ও কর্ম এবং নিজ ধর্ম-কর্ম নিজে বুজেওনা পালনও করে না। অথচ দেখাদেখি বা অন্যের কাছে শুনে অন্য আরেকজনকে উক্ত কর্ম-ধর্ম পালন করার উপদেশ দিতে পছন্দ করেন।

যে কর্ম নিজে বুঝে না এবং পালনও করে না তাহা অন্যকে পালন করার উপদেশ না দেওয়ার জন্যই গুরু রমিজ উক্ত সিদ্ধবাক্যে বলেছেন।

৪। না বুঝিয়া ধর্ম কথা বল যদি কারে,
তোমার মত বোকা আর কেহ নাই সংসারে।

ব্যাখ্যা: সমাজে যারা ধর্ম-কর্ম প্রচার করেন তাঁরা অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। এ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র গঠন ও স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার উদ্দেশ্য নিহীত থাকে। আবার যারা বিভিন্ন তরিকা মতে কর্ম-ধর্ম পালন করেন তাঁরাও সংশ্লিষ্ট তরিকায় সুশিক্ষিত একজন সদ্‌গুরুর নিকট নিজকে সমর্পণ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে তিনিও তরিকার শিক্ষা দীক্ষা দিতে পারেন।

কিন্তু এমন কোন কোন লোক পাওয়া যায় যে, তারা ধর্ম-শিক্ষা ছাড়াই নিজ মনগড়া মতে, বেশভুষা ধারণ করে, লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে সরল প্রাণ মানুষগুলোকে ভুল বুঝিয়ে প্রতারণা করছে। ইহা মূলতঃ একটি আত্ম প্রবঞ্চনামূলক কাজ।

তাই, গুরু রমিজ উক্ত প্রবঞ্চনাকারী লোকদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং বোকা বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি তাঁর ভক্তদেরকে এ জাতীয় কর্মে জড়িত না থাকার জন্যই উপদেশ দিয়েছেন।

৫। ধর্ম কর্ম কোনটি সত্য দেখিও ভাবিয়া,
না বুঝিয়া মিথ্যা কথা যাইওনা বলিয়া।

ব্যাখ্যা: ধর্ম হলো কোন গোত্র, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি সৃষ্টিকর্তার উপর ও পাপ পূণ্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস এবং ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুসৃত আচার-আচরণ, উপাসনা পদ্ধতি এবং সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কিত কার্যাবলি।

তবে সাধারণতঃ ধর্ম বলতে কোন সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান এবং কর্ম কান্ডকে বুঝায়। কর্ম ছাড়া কোন ধর্মেরই প্রকাশ ঘটে না। কর্ম সমূহ ধর্মেরই বহিঃ প্রকাশ মাত্র। মানুষের ভালমন্দ বিচার করা হয় তার কর্মকান্ড দেখে, ধর্ম দেখে নয়। মানুষের আত্মকর্মের প্রকাশ ব্যতীত তার ভালমন্দ মূল্যায়ন করা যায় না। একজন লোক কতটুকু ধর্ম পালন করলো তা তাঁর কর্মের দ্বারাই নির্ণয় করা যায়। সুতরাং ধর্মের জন্য কর্মই সত্য। কর্ম ব্যতীত ধর্মের মূল্য নেই। কর্মহীন কোন ধর্ম হতে পারে না।

ধর্মীয় পুস্তকে যত কিছুই লিখা থাকুক আর ধর্মবিদগণ যত ভাল ভাল বয়ান বা উপদেশ দিয়ে থাকুক না কেন মানুষ তাদের বক্তব্যের বা বয়ানের উপদেশ মতে কর্ম না করলে ধর্মোপদেশের কোন ফলই আসবে না। সবই বিফলে যাবে। সুতরাং, ধর্মের নামের চেয়ে কর্মই সত্য। কর্ম না করলে শুধু শুধু ধর্মের নামের দোহাই দিয়ে লাভ হবে না।

আবার যার যার ধর্ম তাঁর তাঁর পরম মতবাদ বা পরম তত্ত্ব। যদি কেহ এ পরম তত্ত্ব বা মতবাদ না বুঝে মনগড়া মতে সম্প্রদায়ের মানুষকে অতি উৎসাহ নিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করে তবে তা একদিন না একদিন মিথ্যাতে পর্যবসিত হবে। না বুঝে এ মিথ্যা কথা না বলাই শ্রেয়।

মহাগুরু রমিজ এখানে তার পথের মানুষকে এজাতীয় মনগড়া মিথ্যা কথা না বলার জন্য আদেশ/উপদেশ দিয়েছেন। ধর্মের অর্ন্তগত কর্ম গুলোকে চিন্তা ভাবনা করে সঠিক কর্ম করার তাগিদ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, কর্মাচরণ ও ধর্মাচরণ একে অপরের সম্পূরক। কর্মাচরণ সঠিক হলে ধর্মাচরণ আপনাআপনিই সঠিক হয়ে যাবে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে **"কর্মই ধর্ম"** একথাটির প্রচলন আছে। কর্ম-ধর্ম সম্বন্ধে মহাগুরু রমিজ বলেছেন-

"সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম,
বিশ্বমাঝে কর্মছাড়া নাহি কোন ধর্ম"

পরম স্রষ্টার সাথে লয় হতে হলে প্রথমে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে সৎ-সত্য এবং পরম কর্মের সন্ধান লাভ করতঃ উক্ত কর্মের কর্মাচরণ করতে হবে।

৬। "শোনা কথা না দেখিয়া করোনা বিশ্বাস,
কোন সময় হতে পারে মিথ্যাতে প্রকাশ"

ব্যাখ্যাঃ এই সিদ্ধবাক্যে গুরু রমিজ তাঁর পন্থীদের কোন প্রকার ভিত্তিহীন শোনা কথা বিশ্বাস না করার উপদেশ দিচ্ছেন। ধর্মীয় বিষয়েও মানুষের শোনা কথা বিশ্বাস করা ঠিক নয় বর্তমান সময়ে আমাদের কোরআন, হাদীস ইত্যাদির সুন্দর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত আছে। নিজেরা উহা পড়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত সহজ।

পূর্বে আমরা দেখেছি আমাদের সমাজে এক ধরণের মৌলভী সাহেবগণ যা বয়ান করেছেন তাই শুনে ধর্মপ্রাণ লোকেরা ধর্ম-কর্ম করতেন। সাধারণ লোকেরা (অশিক্ষিত) মৌলভী বা হুজুরদের মৌখিক কথা বা তাঁদের মাহ্‌ফিলের বয়ান শুনে মূহিত হয়ে যেতেন। স্থান-কাল পাত্র ভেদে বয়ানকারীগণ মন মাতানো কিচ্ছা কাহিনী বলে ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের মতলব হাসিল করে নেন। এমনকি মুখরোচক সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত কাহিনী বয়ান করতঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে নিরীহ লোকদের নিকট হতে হাজার হাজার টাকা আদায় করার রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে শিক্ষিত লোকের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এ ধরণের প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে লোক ঠকানোর একটি বিশেষ প্রক্রিয়া মাত্র।

দেশের প্রচলিত আইনের বাইরে এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্ধশিক্ষিত হুজুর নামধারী লোকদের ফতোয়া দ্বারা নিরীহ লোকগণ নিপিড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছেন।

গুরু রমিজ এধরণের ধর্ম ব্যবসায়ী লোকদের কথা না শোনার জন্যই সরল প্রাণ লোকদেরকে আহ্বান করছেন।

তাঁর মতে সৎ যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া যে কোন শোনা কথাই বিশ্বাস করা সমিচীন নয়।

৭। দেখা দেখি কোন কাজ করিওনা আর,
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিন করিয়া বিচার।

ব্যাখ্যা: আমাদের সমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনেক কর্মকান্ড বহুকাল পূর্ব হতেই চলে আসছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এগুলো করে আসছে। পুরুষানুক্রমে এসমস্ত কুসংস্কার (Superstition) আমাদের ধর্মীয় ও জীবনাচরণের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল এবং এখনো কোন কোন স্থলে আছে। বর্তমান চেতনার যুগে মানুষ যেমন সুশিক্ষিত হচ্ছে তেমনিভাবে ঐ সমস্ত কুসংস্কারগুলো ক্রমে ক্রমে কমছে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত, নামমাত্র আরবী পড়া মৌলভী, নামধরা লোকেরাই ধর্মাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ সমস্ত যুক্তিহীন বিশ্বাসের বীজ রোপণ করে আসছিল।

অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, অশিক্ষিত মৌলভী, অশিক্ষিত ভন্ডপীর, অশিক্ষিত ওঝা-বৈদ্য তারাই এগুলোর জন্য দায়ী।

সাধারণ লেখাপড়ার সাথে ধর্মীয় লেখাপড়া অন্তর্ভুক্ত করে জ্ঞানী লোকের পেছনে শিক্ষানবীস হয়ে, আদব কায়দা শিখে, সুষ্ঠু অনুকরণ ও অনুস্মরণ করে প্রকৃত মাওলানা, ব্রাহ্মণ ও পীরের গুণাবলী অর্জন করতঃ অপর মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে।

সে জন্যেই গুরু রমিজ দেখাদেখি কোন কাজ না করে জ্ঞানী লোকের পেছনে দীক্ষা ও শিক্ষা নিয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতঃ আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছু বিচার করে চলার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের অধিকারী এমন একজন মহাজ্ঞানী মহাজনের সাহচর্যে আসতে হবে এবং তাঁকে অনুস্মরণ অনুকরণ ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করতে হবে।

এই ধরণের মহাজ্ঞানী লালন বলেছেন-

"আত্মতত্ত্ব জানে যারা,
সাঁঈর নিগূঢ় লীলা দেখ্‌ছে তাঁরা"

মহাগুরু রমিজ বলেছেন-

"রমিজ বলে জানলে তত্ত্ব, হবিরে তুই অনাসক্ত,
পাবিরে তুই জীবন মুক্ত, এই ধরা তলে"

এইভাবে লালনের মতে যিনি সাঁঈ বা স্রষ্টার নিগূঢ় লীলা দেখেছেন এবং রমিজের মতে যিনি জন্ম, জীবন, মৃত্যু, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল তত্ত্ব জেনে রিপু আদির প্রতি অনাসক্ত হয়ে জীবন মুক্তি লাভ করেছেন তাদের মত মহাজনদের সংস্পর্শে এসে নিজকে নিজে চিনে সকল কর্ম বিচার করতঃ সৎকর্ম করার জন্য রমিজ তাঁর পন্থীদের আহ্‌বান করছেন।

৮। তোমার মধ্যে যত ভেজাল করিলে বর্জন,
স্রষ্টার অনুগ্রহ তুমি পাইবে তখন।

ব্যাখ্যা: উক্ত সিদ্ধবাক্যে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার অনুগ্রহ বা দয়া পাবার জন্য পরম ভক্তগণকে তাদের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা, জ্ঞান ইত্যাদির যত ভেজাল বা ভুল রয়েছে সবকিছুই বর্জন বা ত্যাগ করার আদেশ দিচ্ছেন।

ভেজাল বলতে ভক্তের যত প্রকার জানিত অজানিত পাপ, ষড়রিপু জনিত সকল পাপ, রমিজ নির্দেশিত এগার ধারার পাপ এবং ইন্দ্রিয় তাড়িত পাপগুলোকে বুঝায়।

আত্ম সমালোচনা পূর্বক উক্ত সকল পাপ সদ্‌গুরুর নিকট অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করতে হবে এবং গুরুর নিকট আত্মার আত্মসমর্পণ ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। তবেই সদ্‌গুরুর আদেশ মতে সৎকর্ম করতঃ আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি বা আত্মারভুল সংশোধন করতে পারবে।

তখনই রমিজের মতে স্রষ্টার অনুগ্রহ, দয়া বা কৃপা পাওয়া যাবে ও মুক্তির পথ সুগম হবে।

৯। শ্রী গুরুর শ্রীচরণ লইবে স্মরণ,
মন প্রাণ যাহা আছে করিবে অর্পণ।

ব্যাখ্যা: এই আপ্তবাক্যে গুরু রমিজ ভক্তদেরকে সৎগুরুর নির্দেশিত পথ বা বিধান মনে প্রাণে মেনে নিয়ে উহা পালন করার উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর বিধান স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে বিধানের আদেশ উপদেশ যা কিছু আছে সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করতঃ তার মতে আত্মকর্ম সাধন করা।

কর্মও করতে হবে এবং বিধানের প্রতি মন-প্রাণে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিধান অনুযায়ী সদ্‌গুরুর নিকট নিজকে সমর্পণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, আমিত্বকে বিসর্জন দিয়েই গুরুর প্রতি নিজকে সমর্পণ করা যায়। এই অর্পণের কথাই গুরু রমিজ উক্ত বাক্যে উল্লেখ করেছেন।

আরও উল্লেখ্য যে, গুরুর নিকট আমিত্বকে বিসর্জন এবং অর্পণ বলতে ভক্তের সর্ব পাপ অকুণ্ঠ চিত্তে গুরুর নিকট প্রকাশ করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী দাসত্ব গ্রহণ করাকে বুঝায়।

১০। তাহা হইলে সত্যজ্ঞান উঠিবে ফুটিয়া,
সত্যের সন্ধান তিনি দিবেন দেখাইয়া।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত আপ্তবাক্য (৯ নং) মতে ভক্ত গুরু ও বিধানের প্রতি মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে সর্বদা কর্মরত থাকলে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হবে। এ অবস্থায় মহাগুরু তাঁর ভক্তের হৃদয়ে সত্যজ্ঞান রূপে আবির্ভূত হবেন এবং পরম ভক্ত সকল সত্যের সন্ধান ইচ্ছা করলেই পেয়ে যাবেন। তার ইচ্ছা এবং গুরুর ইচ্ছা তখন একাকার হয়ে যাবে। তখন ভক্তের অন্তরে থেকেই গুরু সত্য জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান উন্মোচিত করবেন।

১১। সত্য যাহা করবে ব্যক্ত হৃদয়ে থাকিয়া,
তোমার মধ্যে আছেন যিনি যাইবেন বলিয়া।

ব্যাখ্যা: যে পরম ভক্ত গুরু ও বিধানের প্রতি নিবেদিত প্রাণে সর্বদা আত্মকর্মে রত থাকেন তাঁর হৃদয়ে অবস্থান নিয়েই সদ্‌গুরু অধ্যাত্ম বিষয়ক সকল সত্য ব্যাক্ত করবেন।

ভক্তের আবেদনে গুরু তাঁর হৃদয়ে থেকেই জাগ্রত কিংবা শয়নে স্বপনে সকল সত্য প্রকাশ করতঃ জানিয়ে দিবেন।

১২। যে কর্ম সত্য বলি পেয়েছ প্রমাণ,
ভুলিওনা যে পর্যন্ত দেহে আছে প্রাণ।

ব্যাখ্যা: সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে গিয়ে যে সকল ভক্ত তাদের আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও গুরু-শিষ্যের করণীয় সকল কর্ম, সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, ঐ সকল কর্মের কথা দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত না ভুলার জন্য গুরু রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে উক্ত সিদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, গুরুসঙ্গ করাকালীন গুরুর আদেশ এবং বিধান মতে কর্ম করলে উক্ত কর্মের সুফল অবশ্যই বাস্তবে পাওয়া যায়। এল্‌হামের যোগে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এল্‌হামই বাস্তব প্রমাণ। গুরুবাক্যের মাধ্যমেও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুতরাং, প্রমাণিত সত্য কর্ম সমূহ কখনো না ভুলার জন্য গুরু রমিজ উক্ত উপদেশ এবং আদেশ দিয়েছেন।

যিনি পরম ভক্ত তিনি কখনো গুরুকর্ম বা গুরুর আদেশ অমান্য করতে পারেন না এবং গুরুকে ভুলতেও পারেন না। আর এ কথাই উক্ত সিদ্ধবাক্যে বলা হয়েছে।

১৩। নির্দিষ্ট রয়েছে যাহা তোমার কর্মের বিধানে,
তাহাই ভূগিতে হইবে আনন্দিত মনে।

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক মহাপুরুষই পৃথিবীতে সর্বজীব ও মানবকল্যাণে বিরাট ভূমিকা রেখে যান। তাঁদের কর্মকান্ড সমূহ কতগুলো বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক মতবাদ বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রচারিত হয়েছে যা তাঁদের এবং পন্থীদের কর্মাচরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত সিদ্ধবাক্যের সারমর্ম মহাগুরু রমিজের একটি মতবাদ বা দর্শন বিশেষ। তাঁর মতে, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মানব জীবনে যা কিছু ঘটেছিল, ঘটছে এবং ঘটবে সকলই প্রত্যেকের কর্মফলের ফসল। নিজ নিজ সুখ, দুঃখ, জরামৃত্যু সকলই বর্তমান বা পূর্ব কর্ম দ্বারা নির্ধারিত। ইহা গুরু রমিজের "কর্মবাদ" নীতির-ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ **"কর্ম অনুযায়ী ফল"** ইহাই মহাগুরু রমিজের কর্মবাদের মতবাদ। কর্মফলকে কেহই রোধ করতে পারে না এবং পারবে না। সুতরাং, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে তা আনন্দিত মনেই গ্রহণ করতঃ কর্মফল ভোগ করা কল্যাণকর। তার জন্য অন্য কাহাকেও দোষারোপ বা দায়ী করা ঠিক নয়। মানবের সকল কর্মফলই স্রষ্টা দ্বারা নির্ধারিত। স্রষ্টাই মানবের সকল কৃতকর্মের বিচারক। কর্মফলকে গুরু রমিজ স্রষ্টার দয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"স্রষ্টার দয়া কর্মফল যে জানে সত্য,
ইচ্ছাকৃত জীবন মরণ সেই ভবে মুক্ত"

উপদেশ-৩ (স্বর্গে আরোহণ)

প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্যেও কর্ম এবং কর্মফল সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে **"যেমন কর্ম তেমন ফল"**। তা হলে, কর্ম করলে তার একটি ফল পাওয়া যায়। কর্মফল লাভ করাই স্রষ্টার দয়া। কর্মফল পাওয়া আর লাভ করা এক কথা নয়। স্রষ্টা ইচ্ছা করলে কর্মফল ভোগ করার অধিকার দিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন। যিনি এ সত্যটি বুঝেন এবং অনুভব করতঃ স্রষ্টা ও সদ্‌গুরুর কাছে আজীবন আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে কর্মফল সহজে ভোগ করার কৃপা প্রার্থী হতে পারেন তিনি সারাজীবন কর্মফল ভোগ করার ক্ষমতা লাভ করতে পারেন। তবেই তিনি আনন্দিত মনে বা আনন্দিত চিত্তে কর্মফল ভোগ করতে পারবেন।

১৩নং সিদ্ধবাক্য গুরু রমিজের কর্মবাদ নীতির (Doctrin of action of the Principle of Guru Ramiz) পরিচয় বহন করে। ভক্তগণ এ বাক্যটির মর্মার্থ অনুযায়ী সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে আত্মকর্ম, গুরুকর্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ক কর্ম সম্মত জীবনাচরণ করার জন্য গুরু রমিজ নিম্নোক্ত বহু সংখ্যক ভাবমিশ্রিত গানের ছন্দ রেখে যান। এ ছন্দগুলো রমিজ রচিত তিনটি গ্রন্থের বাণীতে (গানে) লিপিবদ্ধ আছে। কর্ম, কর্মফল ও কর্মাচরণ অর্থাৎ কর্মবাদ সম্বন্ধে ভক্তদেরকে সঠিক ধারণা দেয়ার জন্য গুরু রমিজ বহু বাণী রচনা করেছেন, তন্মধ্যে সুধী পাঠক বৃন্দের বুঝার সুবিধার জন্য নিম্নে মাত্র কয়েকটি বাণী/বাণীর অংশ উদ্ধৃত করা হল।

মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে,
আসা যাওয়া তোর হলনা বন্ধ,
খেটে মরবি ভবের জেলে ।

১ । আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি,
কেহ নয় কার সাথী, ভালমন্দ সব কর্ম ফলে ।
২ । ----------
৩ । ----------
৪ । ----------
৫ । রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এক কথার নাই আগামাথা
ঠিক করে নেও কর্ম খাতা, মুক্তি পাবে ধরা তলে ।

বাণী-০১ (অলৌকিক সুধা)

আসা যাওয়া জীবে সর্বদায়,
কর্ম ফেরে-এ সংসাওে,
ঠেকিয়াছ বিসম দায় ।

১ । চৌরাশি করিও লক্ষ্য, কর্ম সত্য দেখবে স্পষ্ট
জীবের জীবন মহা কষ্ট,বন্দী সবে জেলখানায় ।

২ । সর্বজীবে বিরাজমান, দেখে নেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ
শোনা কথায় না দিও কান, দেখ যার যে কর্ম খাতায় ।

৩ । কর্ম জীবের আসলতত্ত্ব, কর্মবলে জীবন মুক্ত
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, বিশ্বাস হবেনা কার কথায় ।

৪ । রমিজ কয় কর কর্ম তালাশ, আসা যাওয়ার পাবি খালাস
জন্ম মৃত্যু করবিরে পাশ, ভয় পাবিনা চিনা রাস্তায় ।

বাণী নং-২ (অলৌকিক সুধা)

আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে,
মন্দ করলে হয়রে মন্দ,
ফল ভোগে তার অবশেষে ।

১ । .....

২ । .....

৩ । না বুঝিয়া মিথ্যা প্রমাণ, হাশরে কাটা যাবে জবান,
পূর্ব কর্মের নাই পরিত্রাণ, পুনঃ জন্ম অন্য বেশে ।

৪ । রমিজ কয় কর্মফল, এইমাত্র আছে সম্বল
শয়তানে কি দোষী বল, পথহারালি অবিশ্বাসে ।

বাণী নং–৪ (অলৌকিক সুধা)

তুমি কর্মে বাঁধা জগৎ জোড়া,
তুমি আমি এক সূতে বাঁধা,
জায়গা নাই তোর আমি ছাড়া ।

১ । যার যে কর্মে আসে পুনঃ, কর্মমতে হয় গঠন,
কর্মফল হয় না কর্তন, এই হইল বিধানের ধারা ।

২ । তুমি বল জগৎ চলে ধর্মে, আমি বলি সব চলে কর্মে,
পাপ পুণ্য যার যে কর্মে, কিছু নাই আর কর্ম ছাড়া ।

৩ । যদি বল তুমি আমি একা, আমি বলি তুমি নিতান্ত বোকা,
আমি বিনে তোর কেথায় যায়গা, বিশ্বাস করবে সব অন্ধ যারা ।

৪ । রমিজ কয় চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি,
আত্মজ্ঞানে জ্বালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা ।

বাণী নং-৭(অলৌকিক সুধা)

মন দেখে যা তুই এ সংসারে,
বলি তেরে তোর কর্ম ফেরে,
আসা যাওয়া বারে বারে ।

১ । যার হয়েছে আত্মবোধ, তার হইল কর্মরোধ
হইল সে খোদেখোদ, যখন যা তার ইচ্ছায় করে ।

২ । আত্মজ্ঞানে হয় নির্বান, এই হইল বিধির বিধান,
কর্মরোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে ।

৩ । কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম, কর্ম দিয়া রোধ কর কর্ম,
ডাকা ডাকিতে হয় না ধর্ম, না দেখিয়া ডাক কারে ।

৪ । রমিজ কয় তার সকল ফাকি, ঠিকানা নাই কারে ডাকি,
সর্বজীবে দেখ সাক্ষী, অনন্ত রুপে বিরাজ করে ।

বাণী নং -১৩ (অলৌকিক সুধা)

দেখলিনা মন বিচার করি,
তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম,
ঘটে ঘটে ঘুরাফিরি ।

১ । আসলি কর্মের পাইতে মুক্তি, প্রাণী হত্যা তোর নিত্যি নিত্যি,
দেখে শুনে কর ডাকাতি, আর কত কর বাহাদুরি ।

২ । চৌরাশি করিয়া ভ্রমন, পেয়েছ এবার মানব জনম,
জন্ম মৃত্যু কিসে বারন, তালাস কর তারাতারি ।

৩ । কর্ম দিয়া কর্মমুক্ত, দৈববাণীতে হবে ব্যক্ত,
তোমার মধ্যে যে সেই সত্য, আর কিছু নয় সব ছল চাতুরী ।

৪ । রমিজ কয় এবার মান প্রবোধ, কর্ম দিয়া জন্ম রোধ
দেখবে নিজে খোদে খোদ, দখল হবে জমের কাচারী ।

বাণী নং-১৫(অলৌকিক সুধা)

যার যে কর্ম তার নিজের গড়া,
কেউ জমিদার কেউ ভিক্ষাসার,
পথে পথে কেঁদে সারা ।

১ । দেখ একবার আজব কারবার, ভোগে জীবে কর্ম যার যার,
কর্ম মতে হল আকার, বিশ্বাস করবেনা অন্ধ যারা ।

২ । পাঠায় খবর যা হয় যখন, বিশ্বাস হয়না বল স্বপন,
ফলপাইলে তার বুঝ তখন, কতখন হও আত্ম হারা ।

৩ । হলি অন্ধ তুই আরো বেঈমান, কেবা দিল খবর করলি না সন্ধান,
নিত্য নিত্য খবর প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবিশ্বসে তোর ডুবল ভরা ।

৪ । রমিজ কয় আছে মনিপুর থানা, আত্মজ্ঞানে তাঁর কর ঠিকানা,
পূর্ব কর্ম জীবের যাইবে জানা, দেখবে কি আছে বিধানের ধারা ।

বাণী নং- ৭৮ (অলৌকিক সুধা)

মনরে তুই হোসনে বেইমান,
ধর্ম কর্ম কোনটি সত্য, জানিয়া তুই রাখিস ইমান ।

১ । ধর্মে আছে মন্ত্রেভরা, প্রাণী বধের এই এক ধারা
পাপ পূণ্য হয় কর্মের দ্বারা, সে কর্মের আর নাই পরিত্রাণ ।

২ । ....., ...

৩ । ....., ...

বাণী নং- ০১ (স্বর্গের সুধা)

ঠেকলি মন তুই ভবমাঝে আসিয়া,
দেখনা চাইয়া দিন যায় গইয়া কে রাখবে আর ধরিয়া ।

১ । মনরে বুঝলি না বুঝাইলাম যত, কারো কথায় হলিনা রত,
বদল হবে নিজ সুরত, মানব জনম বাদ দিয়া
বলি তোরে বারে বারে আসবি যাবি দুনিয়া ।

২ । মনরে আসলি ভবে প্রতিশ্রুতে, কর্ম করবি দিনে রাতে,
তরী ডুবালি নিজ ইচ্ছাতে, বিধির বিধান বাধ দিয়া
যুগে যুগে রাখি সংগে, কেন গেলে ভুলিয়া ।

৩ । মনরে পাপে বোঝাই ছিল তরী, পাড়ি দিলাম তারাতাড়ি,
ঘাটে এসে ডুবল তরী, রাখতে নারি ধরিয়া
রমিজ বলে কর্ম ফলে, ঘটে ঘটে যাবি চলিয়া ।

বাণী নং- ১৩ (স্বর্গের সুধা)

শোনরে কোথায় যাবি বলনা
আছ ভুলে মায়াজালে ভেবে দেখলিনা ।

১ । ....., ...

২ । ....., ...

৩ । রমিজ বলে মান কর্ম, কর্ম মতে যার যে জন্ম
বুঝে নেও তারি মর্ম কোথায় ঠিকানা ।

বাণী নং- ৩২ (স্বর্গের সুধা)

ওরে রঙ্গিলা গাঙ্গের নাইয়া,
কতকাল চালাবি নৌকা, রঙ্গের বাদাম দিয়া ।

১ । ....., ...

২ । ....., ...

৩ । রমিজ বলে তাল বেতালে তোর নৌকা চল্লি বাইয়া,
কর্ম ফেরে ভব সাগরে বেড়াবি ঘুড়িয়া ।

বাণী নং ১৭৮ (স্বর্গে সুধা)

মা তুমি দিওনা ফেলে,
তোমার চরণে এই প্রার্থনা দয়া করে নেওগো কোলে ।

১ । মাগো আমার কর্মের ধারা, সুখ নাই ভবে দুঃখ ছাড়া
পথ পাবনা তুমি ছাড়া, কে আছে আর ধরা তলে ।

২ । ....., ...

৩ । ....., ...

বাণী নং ০৮ (স্বর্গে আরোহণ)

কি যন্ত্রণা এ সংসারে,
ভুলতে চাই ভুলতে পারিনা ঠেকিয়াছি মায়া ফেরে ।

১ । ..... , ...

২ । ..... , ...

৩ । রমিজ বলে কর্মফলে, আসা যাওয়া ধরা তলে,
রাখ মাগো চরণ তলে, কর্মের মুক্তি দেও আমারে ।

বাণী নং -১০ (স্বর্গে আরোহণ)

মাগো এবার কর বিচার,
কেটে দেওগো মায়ার বাঁধন জানাইগো চরণে তোমার।

১। মা তুমি থাক অন্তরে, জান তুমি যে যা করে,
জানইব চরণ ধরে, মিথ্যার সঙ্গে ছিন্ন গো আমার।

২। প্রবঞ্চনা বিধান বিরোধি–, অসৎ কর্ম মিথ্যাবাদী,
তারা মহা অপরাধী, শান্তি ভবে দিওনা কার।

৩। রমিজ বলে সব গোপন, জান তুমি কে কার আপন
কেটে দেওগো কর্মের বন্ধন, পুরা কর বাসনা তার।

বাণী নং ১৩ (স্বর্গে আরোহণ)

আর আমি বুঝান কত
ইচ্ছা করে করিলে পাপ খেটে মরবি অবিরত।

১। থাকতে চওনা আসল পথে, ঘুরে বেড়াও নিজের মতে,
যাবে কিন্তু খালি হাতে, চেয়ে দেখ দিন হল গত।

২। দেখে শুনে হলি কানা, কর্মফল তোর সকল জানা,
কর্মফল কাটা যাবে না, পারিনা করিতে ব্যক্ত।

৩। রমিজ বলে বলব কি আর, কর্ম মতে যার যে বিচার
সৃষ্টি জীব যত প্রকার কারো ফাঁসি কেও মুক্ত।

বাণী নং -২৭ (স্বর্গে আরোহণ)

চেয়ে দেখ আর নাই বাকী,
কত কাল দিবি ফাঁকি ।

১ । .....

২ । .....

৩ । রমিজ কয় দেও দাসখত, সকল কর্মের পাবি মুক্ত
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, দেখ তোর হৃদয়ে থাকি ।

বাণী নং–৫১ (স্বর্গে আরোহণ)

কেমনে তুই কাল যমুনা হবি পার
পারের সম্বল নাই তোর হাতে আসবি যাবি বারেবার ।

১ । কাল নদীর স্রোতের টান, বাচবেনারে কারো প্রাণ
রাজা প্রজা সকল সমান, কর্ম মতে হয় বিচার ।
দিলে পাড়ি আসবি ফিরি, কোথায় যায়গা নাইরে তোর ।

২ । ....., ...

৩ । ....., ...

বাণী নং–৫৬ (স্বর্গে আরোহণ)

উপায় কি করবি বল,
সদায় পরবে চোখের জল ।

১ । উপায় নাই তোর পৃথিবীতে, আসা যাওয়া কর্ম মতে
লুটিবে মাল তস্করেতে, খাটবেনা কোন কৌশল ।

২ । থাকবেনা তোর বাহাদুরি, যত করলি ছলচাতুরি,
শহর বাজারে আহাজারি, হারা হবি সব সম্বল ।

৩ । রমিজ বলে গুরুর চরণ, সব সময় যে করে স্মরণ,
তার কাছে যায়না সমন, কর্ম মতে পায়সে ফল ।

বাণী নং- ২২৩ (স্বর্গে আরোহণ)

১৪। সৎগুরুর শ্রীচরণ লইলে স্মরণ,
তাহা হইলে কর্মের কিছু হইবে কর্তন।

ব্যাখ্যা: গুরু রমিজের কর্মবাদ নীতি (Doctrin of action of the priniple of Guru Ramiz) বা মতবাদ অনুসারে কর্ম অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়। সৎকর্ম অনুশীলন করে মন্দ কর্ম ফলের কিছুটা রোধ করা যেতে পারে।

উল্লিখিত ১৪নং সিদ্ধবাক্যে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ বলতে তাঁর বিধান বা মতবাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সদ্‌গুরুর বিধান মতে পরম ভক্তগণ গুরুর প্রতি নতশিরে কর্ম করলে এবং সর্বদা গুরুর প্রতি বিনয়ী, নম্রতা, আজিজি, ভদ্রতা, আশ্রয় দাতা, মুক্তিদাতা ইত্যাদি হৃদয় নিংড়ানো ভাব বজায় রেখে তাঁর প্রতি দাসত্ববোধ সৃষ্টি করতঃ কর্মাচরণ করলে কর্ম ফলের কিছুটা মাত্র কর্তন করতে পারে। উক্ত বাক্যে এমনি একটি আশ্বাস দেয়া হয়েছে মাত্র। ভক্তের সৎকর্ম এবং আমিত্বকে বিসর্জন ব্যতীত, গুরু ইচ্ছা করলেই তার সকল মন্দ কর্মফল কর্তন করতে পারবেন- এমনটি নয়।

১৫। জীবে দয়া আত্মদান করে যেইজন,
তার প্রতি সন্তুষ্ট প্রভু থাকেন সর্বক্ষণ।

ব্যাখ্যা: গুরু রমিজের নীতির প্রধান ১০টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্ব প্রথম হলো- স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান। অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যেই স্রষ্টা সর্বত্র সর্বদা বিরাজিত। মানুষ সর্বজীবের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানবের আত্মা ও অন্যান্য প্রাণীর আত্মা একই জিনিস বা একই আত্মা। আত্মা হচ্ছে প্রাণীর দেহে (মানব ও অন্যান্য জীবসহ) ব্যাপৃত চৈতন্যময় সত্বা যাহা সর্বস্তরেই এক এবং অভিন্ন।

আমরা আমাদের চারদিকে যে সমস্ত প্রাণী বা জীব কিংবা ইতর প্রাণী দেখতেছি ইহারাও পূর্ব জন্মে মানব ছিল। ইহারা তখন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানবাকারে থেকেও মানবতার কাজ কর্ম না করে ইতর প্রাণী সুলভ কাজ কর্ম করেছে। তাই, তারা গুরু রমিজ বিবৃত জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী বর্তমান

জন্মে পশু বা নিম্নস্তরের ইতর প্রাণীর দেহে দেহান্তরিত হয়ে কর্ম অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছে।

তাই মানবাত্মা এবং সর্বজীবের আত্মা একই আত্মা। স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান। সর্বজীবকে দয়া করা মানেই স্রষ্টাকে দয়া করা। জীবের প্রাণ ও আত্মাকে নিজের প্রাণ বা আত্মার সমান মনে করতঃ সর্বজীবকে সম অধিকার দান করা ও নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যান্য জীবের প্রাণকে রক্ষা করার নামই জীবে দয়া আত্মদান।

আবার সদ্‌গুরু ও স্রষ্টার নিকট আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করাই হচ্ছে আত্মদান করা। সুতরাং যিনি সর্বদা জীবে দয়া আত্মদান করেন প্রভুও (স্রষ্টা) তাকে দয়া করেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

আত্মদানের আরেক অর্থ সর্বজীবের সাথে প্রেম করা। আর সর্ব জীবের সাথে প্রেম করা মানেই স্রষ্টার সাথে প্রেম করা।

সে জন্যেই গুরু রমিজ তাঁর আরেক আপ্তবাক্যে বলেছেন-

"কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য,
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুজেছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেজন সেবিছে ঈশ্বর"

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাঝেই বিদ্যমান আছেন। তাঁকে আলাদাভাবে কোথাও তালাশ না করে, সৃষ্টির মাঝেই সর্ব সৃষ্ট এবং সর্বজীবের ভালবাসাতেই পাওয়া যাবে। পরম আত্মাই স্রষ্টার আবাসস্থল। নিজের জীবত্ব বোধকে পরিহার করতঃ পরমত্ববোধ সৃষ্টি করলে পরমের সন্ধান পাওয়া যাবে।

১৬। উপাসনা কর কার বল অভিপ্রায়,
যাহার তালাশ কর ঠিকানা কোথায়।

ব্যাখ্যা: এই উপদেশ বাক্যে আমরা যার উপাসনা করছি তাঁর ঠিকানা কোথায় এবং তিনি কে এই প্রশ্নই করা হচ্ছে।

এ পৃথিবীতে সবাই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই বিভিন্ন মত ও পথে উপাসনা করে আসছেন এবং তাঁর তালাশ করছেন। উক্ত বাক্যে স্রষ্টা কোথায়, কিভাবে কি অবস্থায় বিরাজ করছেন তার ঠিকানা জানার ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা মত প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে।

স্রষ্টাকে জানা ও চিনার জন্যই গুরু রমিজ এ কথা বলেছেন। কারণ, স্রষ্টাকে না চিনে অন্ধভাবে উপাসনা করার কোন ফল আসতে পারেনা। স্রষ্টাকে না চিনে উপাসনা করা বা তাঁরে ডাকা আর অন্ধের হাতী দেখা একই কথা।

রমিজ ছাড়াও অনেক মহামানব স্রষ্টাকে প্রথমত চিনা ও জানার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

১৭। ঠিকানা জানিয়া তাঁর কর উপাসনা,
নতুবা হবেনা পূরণ তোমার বাসনা।

ব্যাখ্যা: এখানেও গুরু রমিজ বলছেন যে, স্রষ্টার উপাসনা করতে হলে তাঁর ঠিকানা বা অবস্থান জানিয়া নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, স্রষ্টার ঠিকানা বা তিনি কোথায় কিভাবে বিরাজ করছেন তা জানা মানেই স্রষ্টাকে চিনা।

স্রষ্টাকে না চিনে তাঁর উপাসনা করার কোন ফল পাওয়া যাবেনা এবং উপাসকের কোন বাসনা বা ইচ্ছা পূরণ হবেনা।

১৮। সাকার কি নিরাকার দেখ চিন্তা করে,
বিশ্বব্যাপি বিরাজ করে প্রতি ঘরে ঘরে।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ স্রষ্টার আকার ও রূপ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। স্রষ্টার আকার আছে কি নাই এ সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য ভাবুক ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন।

স্রষ্টা আকারে না নিরাকারে আছেন তা নিয়ে সৃষ্টির আদি হতেই বিষয়টির পক্ষে বিপক্ষে বহুমত বহুপথ সৃষ্টি হয়েছে। স্রষ্টাকে আকার নিরাকার উভয় ভাবেই মানবজাতি উপাসনা করে আসছেন। এ বিষয়টির চূড়ান্ত মিমাংসা ভাবুক ও চিন্তাবিদদের অনুভূতি, ধারণা ও ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

তবে তিনি (স্রষ্টা) সর্বময় বিশ্বব্যাপি, প্রতি ঘরে ঘরে মানে প্রতি জীবে বা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বত্র অনন্ত কালের জন্য বিরাজমান অবস্থায় আছেন এ কথায় সকল মহামানব একমত পোষণ করেন। গুরু রমিজও এ মতে বিশ্বাসী।

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সর্বজীব ও সকল সৃষ্টিকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হল- ইহাই গুরু রমিজের নীতির মূল বিষয়বস্তু।

১৯। নিরাকার অর্থ কি সবাকে জানাই,
যাহার চেহারার সাথে অন্যের মিল নাই।

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যের মর্ম মতে গুরু রমিজ তাঁর ভক্তদের নিকট স্রষ্টার নিরাকার অবস্থার যুক্তি সহকারে একটি জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে একজন মানুষের চেহারা অন্য কোন লোকের চেহারার সাথে হুবহু কোন মিল পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি লোকই বেমিছাল চেহারা নিয়ে বিচরণ করছে। যেমন একজনের নাম আবুল কাসেম। পৃথিবীতে হয়তোবা আর একজন বা অনেকজন আবুল কাসেম নামের লোক আছে। কিন্তু প্রথম আবুল কাসেমের চেহারার সাথে হুবহু মিল আছে এমন আবুল কাসেম আর একজনও নাই। সে

অদ্বিতীয় আবুল কাসেম এবং বিশিষ্ট অদ্বিতীয় আবুল কাসেম। এরূপ প্রত্যেকটি মানুষই বিশিষ্ট অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিশেষভাবে একক বা অদ্বিতীয়। তাহলে স্রষ্টা একই চেহারার হুবহু আর একজন সৃষ্টি করেন নাই। এ বিশ্বে একই রকম আর একজনও দেখানো যাবেনা। তাহলে একজনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একজনও দেখানো যায় না। একজনের দৃষ্টান্ত সে নিজেই। অর্থাৎ, এভাবে যাহাকে পৃথিবীতে আর দেখানো যায় না ইহাই নিরাকার। এ রকম প্রতিটি জীব বা প্রাণীই নিরাকার। এভাবেই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বেমিছাল রূপ ধারণ করে উপরোল্লিখিত ভাবে নিরাকার হয়ে অনন্তে মিশে আছেন।

২০। একের সংগে আরেকের তুলনা না হবে
বেমিছাল ভাবে তিনি আছেন প্রতি জীবে।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ মানুষের একজনকে অন্য একজনের সাথে তুলনা করলে কোন দিক দিয়েই সমতুল্য করা যায় না। একে আরেকের সাথে তুলনাবিহীন হয়ে পরে। একজন আরেকজনের সাথে সদৃশ হয়না। বেমিছাল প্রমাণিত হয়। একজনের রূপ এবং গুণাবলী আরেকজনের রূপ ও গুণাবলীর সঙ্গে মিল পাওয়া যায় না। ইহাই স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল। স্রষ্টা প্রতিটি জীবেই বেমিছালভাবে নিরাকার হয়ে সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান আছেন।

২১। প্রতি ঘটে আছেন যদি বলে সব লোকে,
সুখ-দুঃখ জরা-মৃত্যু সকলই সে ভোগে।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজিত অবস্থায় তাঁর ভোগ সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছেন। ঘট মানে পাত্র, দেহ, মূর্তি বা আঁধার। স্রষ্টার বাসস্থান হচ্ছে মানবের হৃদয় (ক্বাল্‌ব)। প্রতি ঘটে মানে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে (ক্বাল্‌বে) স্রষ্টা বাস করছেন। ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

উপরোক্ত সিদ্ধবাক্যে একথা বলা হয়েছে যে, স্রষ্টা যেহেতু মানবের মধ্যে অবস্থান করছে সেহেতু মানবাকারে তিনিই সুখ-দুঃখ, জরা-মৃত্যু সকল কিছুই ভোগছেন। তেমনিভাবে সৃষ্টির স্রষ্টাও সকল প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান হয়ে সব কিছু ভোগছেন। ইহা স্রষ্টার একটি লীলা বিশেষ।

২২। স্ত্রী পুত্র আছে তাঁর আহার বিহার
নিত্যানন্দে দিন কাটায় বুঝা উঠা ভার।

ব্যাখ্যা: স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান। সকল প্রাণীই বংশ বিস্তার বা প্রজননে অংশ নেয়। তাহলে স্রষ্টাও সর্বজীবে বিরাজিত হয়ে প্রজননে অংশ নিচ্ছেন। অতএব, তাঁর স্ত্রী পুত্র সবই আছে। তাঁহার আহার বিহার সবই আছে।

ইসলাম ধর্ম মতে স্রষ্টা মানবের দিলে (ক্বাল্‌বে) অবস্থান করেন।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোর-আনে ঘোষণা করেন-

"আমি তোমাদের দিলে (ক্বাল্‌বে) অবস্থান করি, তোমরা কি দেখনা ?"
(সূরা জারিয়াত, ২১ আয়াত)

সনাতন ধর্ম মতে **"নর রুপে নারায়ণ"**। আবার **"যথা জীব তথা শিব"** তাও বলা হয়।

ঈসাই ধর্ম/খৃষ্টান ধর্ম মতে তো- ঈসা (আঃ) স্রষ্টার পুত্র। তাই গুরু রমিজ বলেছেন যে, স্রষ্টার স্ত্রী পুত্র আহার বিহার সবই আছে। সকল জীবে থেকেই তিনি নিত্যানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ, মানব এবং অন্যান্য প্রাণী দেহ নিয়ে বহুরূপীভাবে পৃথিবী নামক খেলার মাঠে আনন্দ চিত্তে সর্বদা খেলছে। সাধারণ কথায় আমরা এই খেলাকে আল্লাহ্‌র লীলা বলে থাকি।

এই লীলা সম্বন্ধে লালন বলেছেন-

"আল্লাহ্ কে বুঝে তোমার অপার লীলে,
তুমি আপনি আল্লাহ্, ডাক আল্লাহ্ বলে"

এখানে, আল্লাহ্ (স্রষ্টা) মানবের ক্বাল্‌বে (হৃদয়ে) সর্বদা অবস্থান করতঃ তিনি নিজেই নিজকে ডাকাডাকি (আরাধনা) করছেন। ইহা তাঁর এক সীমাহীন (অপার) লীলা বা খেলা বিশেষ। মহা গুরু রমিজের উক্ত আপ্তবাক্য লালনের কথার সাথে যেমন মিল পাওয়া যায় তেমনি হাদীসে কুদ্‌সীতেও হুবহু মিল পাওয়া যায়। এ হাদীসে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ও মমত্ববোধের বিষয়ে তিনি নিজেই এরশাদ করেন-

"মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য"

[বিঃ দ্রঃ *রহস্য-> দূর্বোধ্য গুপ্ত তথ্য*]।

২৩। আমি সুখি, আমি দুঃখী আমাতে সে আছে,
আমার আহারে তাঁর আহার নইলে কেমনে বাঁচে।

ব্যাখ্যাঃ স্রষ্টা পরম আত্মা। মহাগুরু রমিজও সকল প্রকার কলুসতা দূর করেছেন, জীবত্ববোধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন, সর্বজীব ও সর্ব সৃষ্টিকে ভালবেসে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়ে আমিত্বকে বর্জন করতঃ পরমের (স্রষ্টার) সাথে বিলীন বা লয় হয়ে গেছেন।

স্রষ্টার আহার হচ্ছে আত্মজগতের আহার তাই মহাগুরু রমিজের আত্মিক আহার স্রষ্টার আহারে পরিণত হয়েছে এই আহার বস্তু জগতের আহার নয় ইহা নিত্যান্তই আত্ম জগতের আহার।

২৪। সর্বস্থানে আছেন তিনি যদি কর মনে,
জানিয়া সত্যের সন্ধান বধিবা কেমনে।

ব্যাখ্যাঃ সর্বধর্ম, সর্বমত, সর্বপথ, সর্বশাস্ত্র এবং বিবেকবান মণিষীদের বিবেক শাস্ত্র অনুযায়ী স্রষ্টা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বক্ষণ বিরাজিত। যারা এ কথা সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন ও সাধনার মাধ্যমে আত্ম জগত বা আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান লাভ করেছেন তাঁরা কোন সময়ই এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না। সত্য সত্যই সত্য কোন সময়ই মিথ্যায় পর্যবসিত হয় না এবং হতে পারে না।

২৫। গুরুর নিকটে যার সর্বস্ব অর্পণ,
গুরু ভিন্ন অন্য কিছু জানেনা যে জন।

২৬। তার মধ্যে ছয় রিপু হবে বিসর্জন,
ইহার নাম সত্য কোরবান রাখিও স্মরণ।

২৭। তখনই স্রষ্টার স্থান হৃদয়ে হইবে,
তোমার ইচ্ছাতে তার ইচ্ছা পূরণ করিবে।

২৮। হইবে তোমার মধ্যে ইচ্ছাময়ের স্থান,
নিজ ইচ্ছাতে হবে কাজ দেখিবে প্রমাণ।

২৯। তোমার ইচ্ছাতে তাঁর ইচ্ছা হৃদয়ে তাঁর স্থান,
তোমার মুখ তাঁর মুখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৩০। তুমি যাহা বল তাহা রদ না হইবে,
ভূত ভবিষ্যত সব জানিতে পারিবে।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**- আপ্তবাক্য- ২৫-৩০ পর্যন্ত একটির মর্মার্থ পরবর্তীটির মর্মার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই, ইহাদের ব্যাখ্যা আলাদাভাবে না লিখে একত্রে লিখা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা: এ সিদ্ধ বাক্যগুলোর প্রথমটিতে সৎগুরুর নিকট সর্বস্ব অর্পণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অপর সিদ্ধ বাক্যগুলোতে সর্বস্ব অর্পণ করার পর পরম ভক্ত অধ্যাত্ম বিষয়ের কি ফলাফল পাবে তাই বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন, সর্বস্ব অর্পণ বলতে একজন ভক্ত তার সারাজীবনে রমিজ বর্ণিত **১১** ধারার পাপ ও ষড়রিপু জনিত পাপ সদ্গুরুর নিকট অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করতঃ তাঁর আমিত্বকে বিসর্জন দেয়াকে বুঝায়।

অতঃপর সদ্গুরু ভক্তের সকল প্রকার পাপ অবগত হয়ে রমিজ বিধান অনুযায়ী ভক্তকে সৎকর্ম করার আদেশ দিবেন এবং সকল নিষিদ্ধ ও অবৈধ কর্ম হতে বিরত রাখার সুব্যবস্থা করবেন।

এমন অবস্থায় পরম ভক্ত গুরু ভিন্ন অন্য কাহারো স্মরণাপন্ন হতে পারেন না এবং হয় না। তখন আত্মিক জগতে পরম ভক্তের এমন একটি মূহুর্ত এসে যায় যে, তিনি তখন গুরুর আদেশ রক্ষা করতে যদি স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেও ছাড়তে হয় তাই তিনি করবেন। মনে রাখতে হবে যে, ইহাই একজন পরম ভক্তের লক্ষণ।

পরম ভক্ত সম্বন্ধে গুরু রমিজ বলেছেন-

"গুরুর সম্পর্কের সাথে সম্পর্ক নাই ভবে,
সবার সংগের সম্পর্ক তোমার ত্যাগ করিতে হবে"

উক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে যখন একজন ভক্ত সদ্‌গুরুর নিকট উল্লেখিত সর্বস্ব অর্পণ করে তখন তাঁর মধ্য হতে আপনাআপনি ষড়রিপু বিসর্জন হয়ে যায়। কোন রিপুই এ অবস্থায় ভক্তকে স্পর্শ করতে পারে না। ইহাই মানব জীবনে ***"প্রকৃত কোরবান"***।

রমিজের কথায় ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়াদির আকর্ষণ জনিত অনৈতিক বিষয় সমূহকে বিসর্জন দেওয়াকেই ***"কোরবান"*** বলা হয় এবং ইহাই মানব জীবনে সত্য কোরবান।

ভক্তের উপরোক্ত কোরবান স্রষ্টার নিকট গৃহীত হলে তিনি তখন পরম ভক্তের মহান হৃদয়ে স্থান করে নেন। এমন অবস্থায় ভক্তের সকল সৎ ইচ্ছাই স্রষ্টা দয়া পরবশ হয়ে পূরণ করে থাকেন।

মহাগুরু রমিজ আরও বলেন-

উক্ত অবস্থায় ভক্তের হৃদয়ে (ক্বালবে) ইচ্ছাময় রূপী স্রষ্টার স্থান হবে এবং ভক্তের নিজ ইচ্ছাতে সকল আধ্যাত্মিক কাজ সমাধা হবে। এর প্রমাণ ভক্ত নিজেই পাবেন।

গুরু রমিজ আরো বলেছেন যে, ভক্তের ইচ্ছাতে স্রষ্টার ইচ্ছা হয়ে যাবে। তার মানে ভগবান ভক্তের অধীন হয়ে যাবে। ভক্তের মুখ ও জবান স্রষ্টার মুখ ও জবান হয়ে যাবে। এই অবস্থা আধ্যাত্মিকভাবে বা মারফতের অত্যন্ত উচ্চস্তরের অবস্থা। তখন সদ্‌গুরুর কৃপায় ভক্ত স্রষ্টার সাথে অনন্তে মিশে যায়।

উল্লেখ্য যে, স্রষ্টার সাথে অনন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া বা অনন্তে লয় হয়ে যাবার চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

শাস্ত্রে আছে- ১। ফানাফিস শেখ
২। ফানাফির রাসূল
৩। ফানাফিল্লাহ্ ও
৪। বাকাবিল্লাহ্।

অর্থাৎ- ১। গুরুতে বিলীন হও
২। রাসূলে বিলীন হও
৩। আল্লাহ্তে বিলীন হও এবং
৪। তাঁর (আল্লাহ্র) জাতের সঙ্গে মিশিয়া যাও।

এভাবে গুরুর আদেশে ও কৃপায় ভক্ত আধ্যাত্মিক জগতের ৪র্থ স্তরে বা মারফতের শেষ স্তরে স্রষ্টার জাতের সঙ্গে মিশে যায়। এ অবস্থায় পরম ভক্তের হাত স্রষ্টার হাত হয়ে যায়, ভক্তের পা স্রষ্টার পা হয়ে যায়, ভক্তের চক্ষু স্রষ্টার চক্ষু হয়ে যায়, ভক্তের মুখ ও জবান স্রষ্টার মুখ ও জবান হয়ে যায় এবং ভক্তের সর্বাঙ্গ স্রষ্টার সর্বাঙ্গ হয়ে যায়।

ভক্ত তাঁর ধ্যান, ধারণা, স্বপ্ন, এলহাম ও কাশ্ফ এর মাধ্যমে সব কিছুরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়। ভক্ত যাহা বলবে তাহা কোনদিন রদ হবেনা। তিনি এ অবস্থায় আধ্যাত্মিক দর্শনের দার্শনিক হয়ে যান। এ দর্শনের মাধ্যমে তিনি ভুত ভবিষ্যৎ সবই বলতে পারেন।

৩১। রোগী কি ঋষি কিংবা যদি হয় রাজন,
খালি হাতে তাদের কাছে না যাইও কখন।

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যে মহাগুরু রমিজ একটি অতিমূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পছন্দনীয় কোন লোক রোগে আক্রান্ত হলে অনেকেই তাদের দেখতে যায়। ইহাতে রোগী

মানসিক শান্তি পায়। অনেকে প্রয়োজনে রোগীকে আর্থিক সাহায্য সহায়তা দিয়ে থাকেন।

গুরু রমিজ এ জাতীয় রোগী, আত্মীয়-স্বজন, গরীব, বন্ধু-বান্ধব, কিংবা প্রতিবেশীও যদি হয় তাকে সেবা করার জন্য সাধ্য মতে সবই করার জন্য জরুরী ঘোষণা করেছেন। ভক্তগণ এ জাতীয় কর্মে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।

যাহারা আধ্যাত্মিক মন মানসিকতার লোক তাহারা এ জাতীয় কর্ম করবেন ইহা রমিজের আদেশ।

উল্লেখ্য যে, রোগী যদি অলি, ঋষি, মুণি, রাজা-বাদ্‌শা বা তদস্থানীয় কোন লোক হয় তবে তাদের জন্য, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নিমিত্ত্বে, কিছু খাদ্যদ্রব্য বা তবারুক (বরকত পূর্ণ খাদ্য) নিয়ে হাজির হতে হবে। কেননা তবারুক রাজা-বাদ্‌শা, আমীর সওদাগর, শিল্পপতি ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সবাই গ্রহণ করতে পারেন।
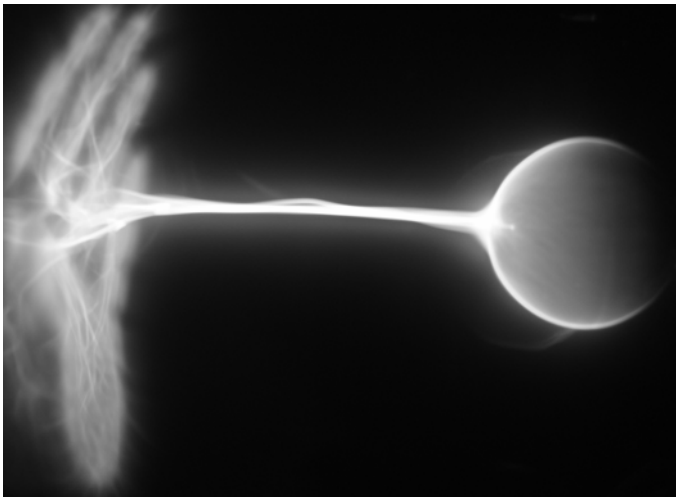
কোন মতেই রোগী কিংবা রাজন যেই হোক তাদের কাছে খালি হাতে হাজির হওয়া উচিৎ নয় ইহা মহাগুরু রমিজের একটি বিশেষ আদেশ ও বিধান।